সংস্কৃত থেকে অনুবাদ

গ্রন্থ	অনুবাদক	মূলগ্রন্থ
রামায়ণ	কৃত্তিবাস, চন্দ্রাবতী	রামায়ণ (বাল্মীকি)
মহাভারত	কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, কাশীরাম দাস	মহাভারত (বেদব্যাস)
ভাগবত	মালাধর বসু	ভাগবত পুরাণ

P2A

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিগণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্যযোগ্য অবদান **রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান**।

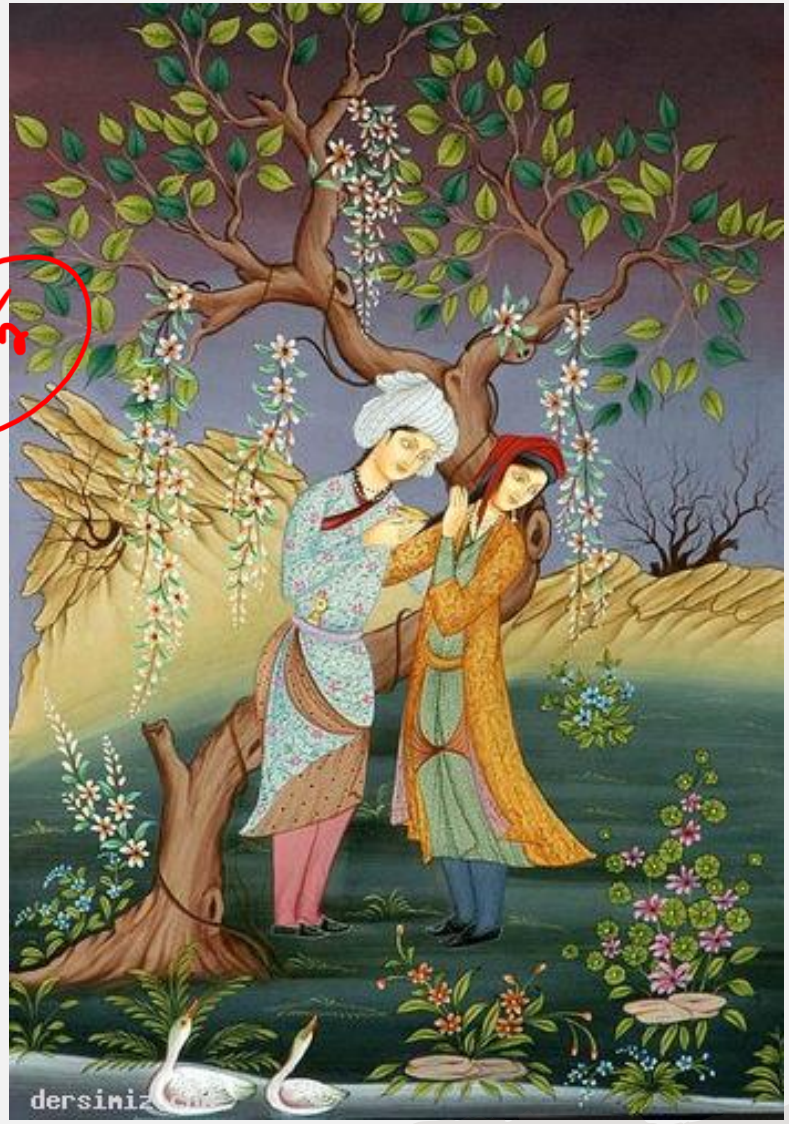

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবিদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান কাহিনিকাব্য বা রোমান্টিক প্রণয়োখ্যান।

মুসলমানরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে আসে সুলতানি আমলে ।

মুসলিম কবিরা **হিন্দি ও আরবি-ফারসি** ভাষার সাহিত্য উৎস হতে উপকরণ নিয়ে যে প্রেমমূলক কাব্য রচনা করেছিলেন তাই **'রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান'** । এ ধারার **প্রথম কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর।** এ ধারার **শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল।**

P2A

শাহ মুহাম্মদ সগীর

বাঙালি মুসলিম কবিদের মধ্যে তিনিই প্রাচীনতম।

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কবি শাহমুহম্মদ সগীর

তিনি গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ এর রাজত্বকালে (১৩৮৯-১৪১১ খ্রিষ্টাব্দে) **ইউসুফ-জোলেখা** কাব্য রচনা করেন।

কবি ছিলেন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রাজকর্মচারী

P2A

ইউসুফ-জুলেখা

শাহ মুহম্মদ সগীর ছাড়াও ‘ইউসুফ-জুলেখা’ আরো রচনা করেন –

আব্দুল হাকিম, গরীবুল্লাহ

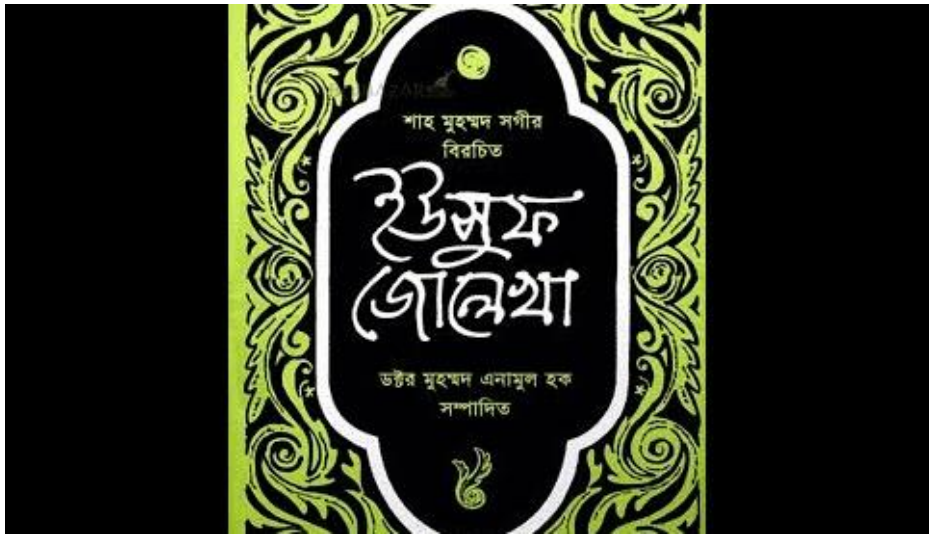

ইউসুফ জোলেখা কাব্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনী

তৈমুর বাদশা দেবধর্ম আরাধনা করে এক কন্যারত্ন লাভ করেন; তাঁর নাম রাখেন জোলেখা। অসামান্য সুন্দরী জোলেখা পর পর তিনবার দেবতুল্য এক যুবাপুরুষকে স্বপ্নে দেখে তাঁর প্রণয়াসক্ত হন। স্বপ্নের নির্দেশমতো জোলেখা মিশরের বাদশা আজিজ মিশিরকে বরমাল্য দিলেন, কিন্তু আজিজ মিশির স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তি ছিলেন না। দৈববাণী কর্তৃক আশ্বাস লাভ করে জোলেখা ভারাক্রান্ত মন ও প্রণয়পীড়িত দেহ নিয়ে কালযাপন করেন। এদিকে কেনান দেশের ইয়াকুব নবীর পুত্র ইউসুফের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের ও কৃতিত্বের ঈর্ষাকাতর বৈমাত্রেয় দশ ভ্রাতা তাকে কুপে নিক্ষেপ করে হত্যা করার চেষ্টা করে। মনিরু নামের মিশরবাসী এক বণিক ইউসুফকে কুপ থেকে উদ্ধার করে মিশরে নিয়ে যান এবং দাসরূপে বিক্রয় করেন। জোলেখার অনুরোধক্রমে আজিজ মিশির তাকে খরিদ করেন এবং নিজ অন্তঃপুরে নিয়ে যান। ইউসুফের রূপমুগ্ধ জোলেখা প্রেমনিবেদন করলে ইউসুফ ধর্ম ভয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন। জোলেখা ইউসুফকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

কিন্তু কিছুকাল পরে আজিজ মিশিরের স্বপ্ন ব্যাখ্যা করে। **ইউসুফ মুক্তিলাভ করেন এবং মিশরের মন্ত্রিত্ব পান।** ইউসুফ দক্ষতার সাথে রাজকার্য পালন করেন এবং আজিজ মিশিরির মৃত্যুর পর তিনি মিশরের সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হন। জোলেখা বৃদ্ধ ও অন্ধত্বপ্রাপ্ত হয়ে ইউসুফের সাক্ষাতের আশায় পথে অপেক্ষা করতে থাকেন। পরিশেষে একদিন সাক্ষাৎ হয় এবং ইউসুফের প্রার্থনায় জোলেখা হৃতযৌবন ও রূপসৌন্দর্য ফিরে পান। উভয়ে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। যথাসময়ে তারা দুটি পুত্রসন্তান লাভ করেন।

পরপর কয়েক বছর অনাবৃষ্টির কারনে চতুর্দিকে মহাদুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। ইয়াকুব নবী উপায়ন্ত না দেখে স্বীয় পুত্রদের খাদ্যের সন্ধানে মিশরে প্রেরণ করেন। ইউসুফ অত্যাচারী ভ্রাতাদের চিনতে পারেন, কিন্তু পরিচয় গোপন করে তাদের আদর-আপ্যায়ন করেন এবং প্রচুর খাদ্যশস্য দিয়ে বিদায় দেন। তাঁরা ইবনে আমিনকে নিয়ে দ্বিতীয়বার মিশরে গেলে ইউসুফ কেবল সহোদর আমিনকে নিজ পরিচয় দেন এবং ছলে ‘সোনার কাঠা’ চুরির অপবাদ দিয়ে বন্দি করে নিজের পিতা ইয়াকুবকে মিশরে আনার জন্য দ্রুতগামী অশ্ব দিয়ে বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের বিদায় করেন। ইয়াকুব মিশরে উপনীত হলে ত্রিশ বছর পর পিতা-পুত্রের মিলন হয়। ইউসুফ ভ্রাতাদের রাজকীয় দায়িত্ব দিয়ে মিশরে রাজত্ব করেন।

কিছুকাল পরে বারহা-তনয়ার সাথে জ্যেষ্ঠপুত্রের এবং নৃপতি আমির-তনয়ার সাথে কনিষ্ঠপুত্রের বিবাহ দেন। অত:পর ইউসুফ দিগ্বিজয়ে বের হন। অনেক রাজ্য জয়ের পর মৃগয়ার সময়ে মধুপুরের রাজা শাহাবাগের রূপবতী কন্যা বিভুপ্রভার সাক্ষাৎ পান। বিভুপ্রভার ঈপ্সিত পাত্র ইবন আমিনের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। অপুত্রক শাহাবাল জামাতাকে মধুপুর রাজ্য দান করেন। ইউসুফ মিশরে প্রত্যাবর্তন করেন। কিছুকাল পরে ইবনে আমিন ও বিধুপ্রিয়া মিশরে এসে বৃদ্ধ ইয়াকুবের পদবন্দনা করেন। জোলেখা বিধুপ্রভাকে বরণ করেন। ইউসুফ মিশরে এবং ইবন আমিন মধুপুরে সুখে রাজত্ব করেন

P2A

লাইলী মজনু

লাইলী মজনু – দৌলত উজির বাহরাম খান রচনা করেন।

দৌলত উজির বাহরাম খান (আনু. ১৬শ শতক) মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার কবি।

‘লায়লী-মজনু' কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপ

আরবের এক ধনী আমির বহু দয়া-ধ্যান করে একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন, তার নাম রাখেন কয়েস। পাঠশালায় পড়ার সময়ে মালিক নন্দিনী লায়লীর সাথে কয়েসের সাক্ষাৎ ও প্রণয় হয়। লায়লীর মাতা লায়লীর প্রেমকথা জানতে পেরে কুল-কলঙ্কের ভয়ে তার পাঠ বন্ধ করে দেন এবং কয়েসের সাথে সাক্ষাৎ বা পত্রবিনিময় যাতে করতে না পারে, তার জন্য সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বন্দিনী লায়লী কেবল বিলাপ ও অশ্রুপাত করে কালযাপন করে। এদিকে প্রেমপরাহত কয়েস ভিখারী ছদ্মবেশে লায়লীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে ধরা পড়ে এবং মালিকের নির্দেশে প্রহরী কর্তৃক নির্যাতিত হয়। লায়লীর প্রেমধ্যান করে কয়েস গৃহত্যাগ করে নজদ বনে আশ্রয় নেয়। প্রেমোন্মত্ত ও বিরহকাতর কয়েসের নাম হয় 'মজনু' (পাগল)। আমির অনেক চেষ্টা করেও মজনুর মতি-পরিবর্তন করতে পারেননি।

গৃহে আত্মীয় পরিজন-সহচরী পরিবেষ্টিত থেকেও লায়লী বিরহ-যন্ত্রনা ভোগ করে ও অনবরত বিলাপ করে। আমিরের অনুরোধে মালিক লায়লী মজনুর বিবাহে সম্মত হন, কিন্তু বিবাহবাসরে মজনুর প্রেমোন্মত্ততার কারণে তা ভেঙ্গে যায়। মজনু নজদ বনে ফিরে যায় এবং লায়লীর প্রেমধ্যান করতে
করতে ঈশ্বরপ্রেমে মগ্ন হয়। আমির আশা ভঙ্গে ও পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করেন।

ইবন সালামের পুত্রের সাথে লায়লীর বিবাহ হয় বটে কিন্তু বাসরঘরে লায়লীর পদাঘাত পেয়ে নববর গৃহত্যাগ করে চলে যায়। এক বৃদ্ধার মুখে মজনু লায়লীর বিবাহ-সংবাদ পেয়ে ‘হৃদয়শোণিতে তাকে পত্র দেয়। লায়লীর পত্র পেয়ে মজনু শান্ত হয়। নয়ফল-রাজ মৃগয়ায় এসে মজনুকে উদ্ধার করেন এবং মালিককে যুদ্ধে পরাভূত করে লায়লীকে বন্দি করেন। পরে লায়লীর রূপে তিনি নিজেই বন্দি হন এবং বিষপান করিয়ে মজনুকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। সাকি প্রমাদে বিষমিশ্রিত পানীয় পান করে নয়ফল-রাজ মৃত্যুবরণ করেন। পিতা লায়লীকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। কিছুকাল পরে পিতামাতার সাথে শ্যামদেশে যাওয়ার পথে লায়লী নিজেই উট চালিয়ে নজদ বনে যায় এবং মজনুর সাথে মিলিত হয়। কলঙ্কের ভয়ে মজনু লায়লীকে ফিরিয়ে দেয়। বিরহতাপানলে দগ্ধ হয়ে লায়লী মৃত্যুবরণ করে; শোকে মুহ্যমান মজনুও লায়লীর কবরে বিলাপ করতে করতে প্রাণত্যাগ করে।

P2A

আরাকান রাজসভা ও বাংলা সাহিত্য

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যচর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল আরাকান রাজসভা। মুসলমান প্রভাবকে আরাকান রাজারা সহজে গ্রহণ করেছিলেন বলে তাদের সভাসদ কর্তৃক বাংলা সাহিত্যচর্চায় ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'আরাকান রাজসভা' একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। আরাকান রাজসভায় যে সকল কবি বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন— **দৌলত কাজী, মরদন, কোরেশী মাগন ঠাকুর, মহাকবি আলাওল, আবদুল করীম খোন্দকার প্রমুখ**

P2A

দৌলত কাজী

আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি দৌলত কাজী। তিনি 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্যের জন্য বিখ্যাত।

কাব্যটির তৃতীয় অংশ রচনাকালে দৌলত কাজীর জীবনাবসান ঘটে। তাঁর মৃত্যুর ২০ বছর পর কবি আলাওল এর বাকী অংশ রচনা (১৬৫৯) করেন।

দৌলত কাজী লৌকিক ধারার প্রথম কবি। 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' রচনার মাধ্যমে তিনিই মানুষকে প্রথম সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। এর আগে দেবদেবীই সাহিত্যে প্রধান ছিল ।

সতীময়না-লোরচন্দ্রাণী

A. আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবি **দৌলত কাজী**। হিন্দি কবি সাধনের **'মৈনাসত'** কাব্য অবলম্বনে 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী' রচনা শুরু করেন। কাব্যটির ১ম ও ২য় খণ্ড রচনার পর তার জীবনাবসান ঘটে। তাঁর মৃত্যুর ২০ বছর পর কবি **আলাওল ৩য় খণ্ড** রচনা করেন।

B. লোরক রাজার সতী স্ত্রী **ময়নাবতী।** একদিন রাজা পরিষদ বর্গকে নিয়ে অরণ্যবিহারে গেলে যোগীর মাধ্যমে গোহারীর রাজকন্যা চন্দ্রানীর সন্ধান পান। লোরক রাজা গোহারী দেশে গিয়ে সন্ন্যাসীবেশে চন্দ্রানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গোহারীর রাজা মোহর কন্যা চন্দ্রানীসহ লোরকরাজাকে রাজ্যের সিংহাসনে বসান। লোরকরাজা তার **প্রথম স্ত্রীর কথা ভুলে** গিয়ে **চন্দ্রানীকে নিয়ে সুখে বসবাস করেন।**

C. আলাওল রচিত অংশে দেখা যায় স্বামী বিরহে **ময়নাবতী যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট।** এমন সময় এক বণিক ময়নার কাছে উপহার সামগ্রীসহ বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে সে প্রত্যাখ্যান করে। ময়নার অনুরোধে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিসলা নামের এক পাখিকে লোরকরাজার কাছে পাঠান। পাখীর মুখে ময়নাবতীর বিরহের কাহিনি শোনার পর লোরকরাজা অনুতপ্ত হন। পুত্র প্রচন্ডতপনকে রাজ্যভার অর্পণ করে সিংহাসনে বসিয়ে লোরকরাজা চন্দ্রানীসহ দেশে ফিরে এলে **ময়নাবতীর সঙ্গে লোরকের পুনর্মিলন হয়।** লোরক রাজার মৃত্যু হলে **দুই রাণী সহমরণে চিতায় আরোহনের** মধ্য দিয়ে সতীময়না লোরচন্দ্রাণী কাব্যের সমাপ্তি ঘটে।

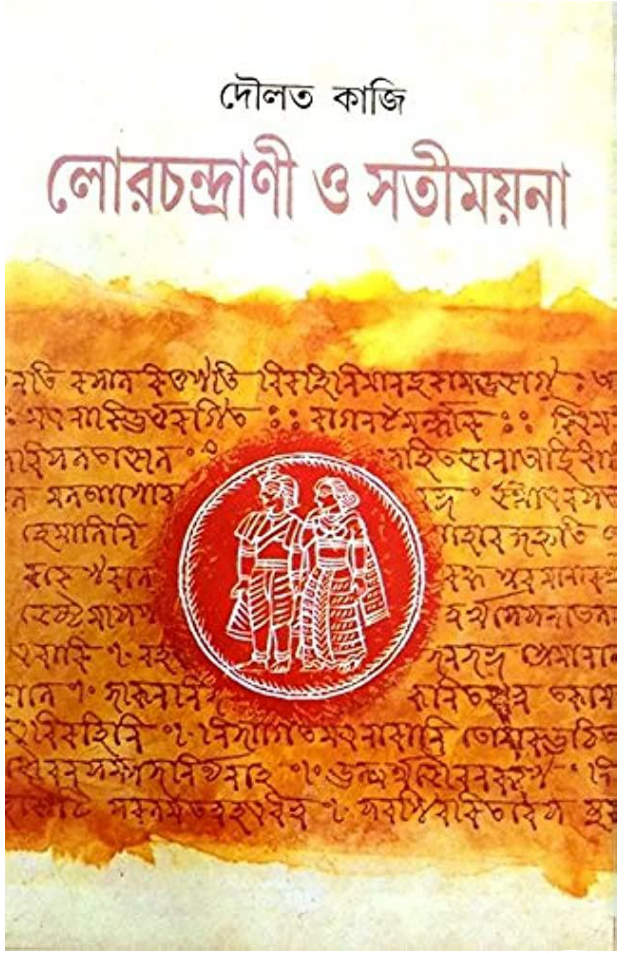

কোরেশী মাগন ঠাকুর

কোরেশি মাগন ঠাকুর রোসাঙ্গরাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

তার রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম চন্দ্রাবতী।

আলাওল

আরাকান রাজসভার প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কবি।

আলাওল মধ্যযুগের সর্বাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মোট কাব্যের সংখ্যা সাতটি।

‘পদ্মাবতী’, ‘সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল’, ‘সতীময়না-লোরচন্দ্রানী’ (শেষ অংশ), ‘সপ্তপয়কর’, ‘তোহফা’, ‘সেকান্দারনামা', সংগীতবিষয়ক কাব্য ‘রাগতালনামা’ তাঁর রচিত সাহিত্যক নিদর্শন।

কবির নিজের উক্তি অনুসারে ফরিদপুরের জালালপুরেই তাঁর জন্ম এবং এ সিদ্ধান্তই পণ্ডিতগণ গ্রহণ করেছেন।

পদ্মাবতী কাব্যে আত্মকথায় কবি লিখেছেন :

মুল্লুক ফতেয়াবাদ গৌড়েতে প্রধান ।

তথাতে জালালপুর অতি পুণ্য স্থান ॥

‘পদ্মাবতী’ কাব্য

‘পদ্মাবতী’ একটি ঐতিহাসিক প্রণয় উপাখ্যান। হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর ‘পদুমাবৎ’ (১৫৪০) এর অনুকরণে এটি রচিত হয়। **১৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে** আরাকান প্রধানমন্ত্রী **মাগন ঠাকুরের আদেশে** আলাওল ‘পদ্মাবতী’ কাব্যটি রচনা করেন।

চিতোরের রাণি পদ্মিনীর কাহিনি নিয়ে কবি আলাওল পদ্মাবতী কাব্যের কাহিনি দাঁড় করিয়েছেন। পদ্মাবতী কাব্যের নায়ক ও নায়িকা হলেন রত্নসেন ও পদ্মাবতী। এর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো রাঘবচেতন, আলাউদ্দিন খলজি। এ কাব্যে হিরামন নামক পাখির অনেক ভূমিকা রয়েছে।

P2A

ফারসি থেকে অনুবাদ

গ্রন্থ	অনুবাদক	মূলগ্রন্থ
ইউসুফ জুলেখা	শাহ মুহম্মদ সগীর	ইউসুফ ওয়া জুলায়খা (কবি জামী)
লাইলী মজনু	দৌলত উজির বাহরাম খান	লায়লা ওয়া মজনুন (নিজামী)
সয়ফুলমুলুক- বদিউজ্জামাল	আলাওল, দোনা গাজী চৌধুরী	আলিফ লায়ল ওয়া লায়লা
সপ্তপয়কর	আলাওল,	হপ্তপয়কর (কবি নিজামী)
সিকান্দারনামা	আলাওল	সিকান্দারনামা (কবি নিজামী)
নূরনামা	আবদুল হাকিম	(অজ্ঞাত)
জঙ্গনামা	ফকীর গরীবুল্লাহ	
গুলে বকাওলী	নওয়াজিস খান, মুহম্মদ মুকীম	তাজুলমূলক গুল-ই বকাওলী (ইজ্জতুল্লাহ)

P2A

হিন্দি থেকে অনুবাদ

গ্রন্থ	অনুবাদক	মূলগ্রন্থ
সতীময়না লোরচন্দ্রানী (১ম, ২য়)	দৌলত কাজী	মৈনাসত (সাধন)
সতীময়না লোরচন্দ্রানী (৩য় খণ্ড)	আলাওল	মৈনাসত (সাধন)
পদ্মাবতী	আলাওল	পদুমাবৎ (মালিক মুহাম্মদ জায়সী)
মধুমালতী	সৈয়দ হামজা, মুহম্মদ কবীর	মধুমালৎ (মনঝন)

P2A

লোক সাহিত্য

লোকসাহিত্য হচ্ছে এমন একটি সাহিত্য যেগুলো সুদূর অতীত থেকে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে যেমন ধাঁধা ও প্রবাদ, ছড়া, গীতিকা, লোকনাট্য, মন্ত্র ইত্যাদি।

লোক সাহিত্যের জনপ্রিয় সংকলন: হারামণি

'হারামণি' নাম দিয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

P2A

গীতিকা

সঙ্গীতাকারে বর্ণিত কাহিনিকে এককথায় গীতিকা বলে। বাংলা সাহিত্যে একশ্রেণির কাহিনিমূলক লোকগীতি ‘গীতিকা' নামে পরিচিত। যাকে ইংরেজিতে ব্যালাড (ballad) বলা হয়। গীতিকা সাহিত্যে সাধারণত কোন দৈব দুর্ঘটনা বা কোন বিয়োগান্ত প্রেমকাহিনির বর্ণনা থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ কাহিনি সত্য ঘটনার সাথে জনশ্রুতি মিশ্রিত হয়ে গড়ে ওঠে। গীতিকাগুলো গান হিসেবে গাওয়ার জন্যই রচিত। কিন্তু গানের সুরের চেয়ে কাহিনিই প্রাধান্য পায়। বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত গীতিকাগুলো কয়েক ভাগে বিভক্ত

ক. নাথ গীতিকা

খ. মৈমনসিংহ গীতিকা

গ. পূর্ববঙ্গ গীতিকা

P2A

মৈয়মনসিংহ গীতিকা

মৈমনসিংহ গীতিকা একটি সংকলন গ্রন্থ যাতে ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত দশটি পালাগান লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

তবে ১৯২৩-৩২ সালে **ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন** এই গানগুলো অন্যান্যদের সহায়তায় সংগ্রহ করেন এবং স্বীয় সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশ করেন।

তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার আইথর নামক স্থানের আধিবাসী **চন্দ্রকুমার দে** এসব গাঁথা সংগ্রহ করছিলেন।

এই গীতিকাটি বিশ্বের ২৩টি ভাষায় মুদ্রিত হয়।

P2A

মৈয়মনসিংহ গীতিকা

পালা	রচয়িতা	পালা	রচয়িতা
দেওয়ানা মদিনা	মনসুর বয়াতি	দেওয়ান ভাবনা	নাম জানা যায় নি
মহুয়া	দ্বিজ কানাই	রূপবতী	নাম জানা যায় নি
মলুয়া	চন্দ্রাবতী	কাজলরেখা	নাম জানা যায় নি
চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্র	নয়ানচাঁদ ঘোষ	কঙ্ক ও লীলা	দামোদর দাস, রঘুসুত নয়ান চাঁদ ঘোষ, শ্রীনাথ বানিয়া
কমলা	দ্বিজ ঈশান		
দস্যু কেনারামের পালা	চন্দ্রাবতী		

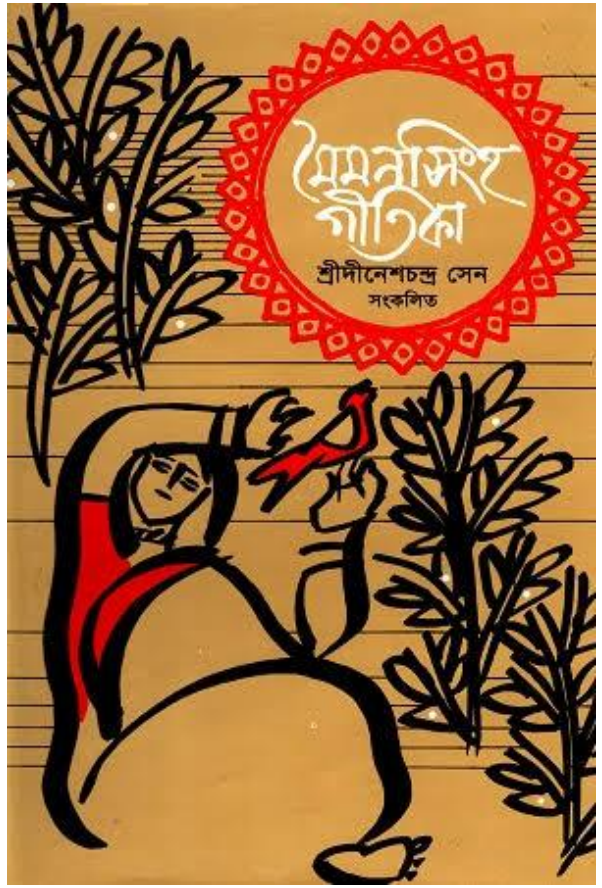

P2A

কবিওয়ালা

১৭৬০ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত একদল কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তারা কবিগান রচনা করতেন। তাদের কবিওয়ালা বা কবিয়াল বলা হতো।

এদের অনেকেই মুখে মুখে গান রচনা করতেন।

গোঁজলা গুই কবিগানের আদিগুরু।

P2A

কবিওয়ালা

কবিওয়ালারা ‘কবিগান’ রচনা করতেন।

গোঁজলা গুই কবিগানের আদিগুরু।

উল্লেখযোগ্য- গোঁজলা গুই, ভোলা ময়রা, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু, এন্টনি ফিরিঙ্গি।

P2A

পুঁথি সাহিত্য

মধ্যযুগের শায়েরগণ বাংলা, আরবি, ফারসি, তুর্কি, হিন্দি, উর্দু প্রভৃতি ভাষার সংমিশ্রণে, মুসলমানদের ধর্মীয় ও জাতীয় ঐতিহ্য থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ করে এক ধরনের কাব্য রচনা করতেন যা 'দোভাষী পুঁথি' বা পুঁথি সাহিত্য' নামে পরিচিত। **এ সাহিত্য কলকাতার সস্তা প্রেস থেকে ছাপা হতো বলে 'বটতলার পুঁথি' বলা হয়।**

মধ্যযুগের দোভাষী পুথি সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় কাব্য **'আমীর হামজা'** (১৭৯৫)।

ফকির গরীবুল্লাহ 'আমীর হামজা' কাব্য রচনার মাধ্যমে পুথি সাহিত্য ধারার সূত্রপাত করেন।

নাথ সাহিত্য

নাথ অর্থ প্রভু। নাথ ধর্মের আদি গুরু শিব। তাই শিব হলেন আদি নাথ। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে শিব উপাসক এক শ্রেণির যোগী সম্প্রদায়ের নাথ ধর্মের কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য।

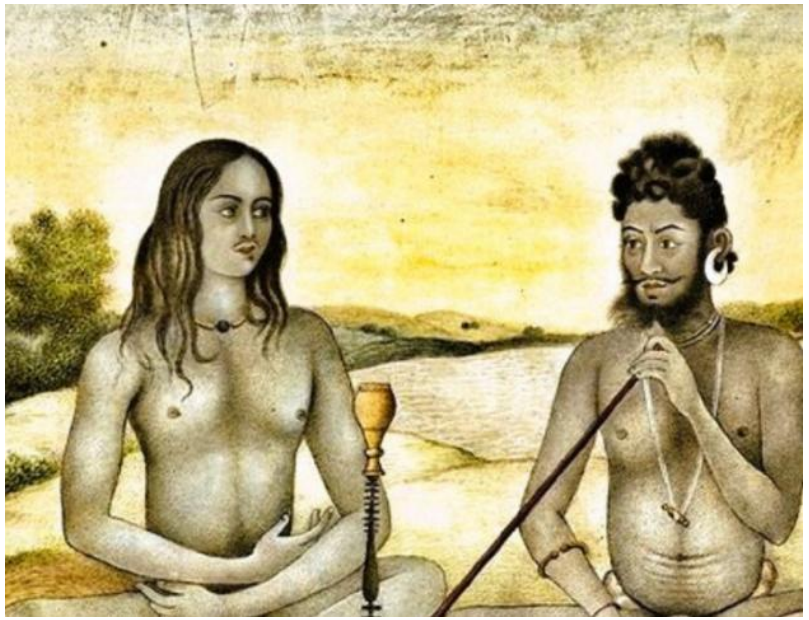

নাথ সাহিত্যের প্রধান শাখা ২টি: **ময়নামতি ও গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস।**

নাথ সাহিত্যের উল্লেখ্যযোগ্য কবি - শেখ ফয়জুল্লাহ

গোরক্ষ বিজয়ের রচিয়তা -শেখ ফয়জুল্লাহ।

P2A

মর্সিয়া সাহিত্য

এক ধরনের শোককাব্য। **প্রেক্ষাপট: কারবালার যুদ্ধ।**

আরবী ভাষা থেকে; এর অর্থ শোক প্রকাশ করা।

শিয়া মতবাদ প্রসারের ফলে মর্সিয়া সাহিত্য সৃষ্টির অনুকুল হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে মর্সিয়া সাহিত্য ধারার প্রথম কবি শেখ ফয়জুল্লাহ এবং তাঁর কাব্যের নাম **জয়নবের চৌতিশা**।

P2A

আহমদ শরীফের মতে মধ্যযুগে চণ্ডীদাস নামে কতজন কবি ছিলেন? [৪৯তম বিসিএস]

A. ২

B. ৩

C. ৪

D. ৫

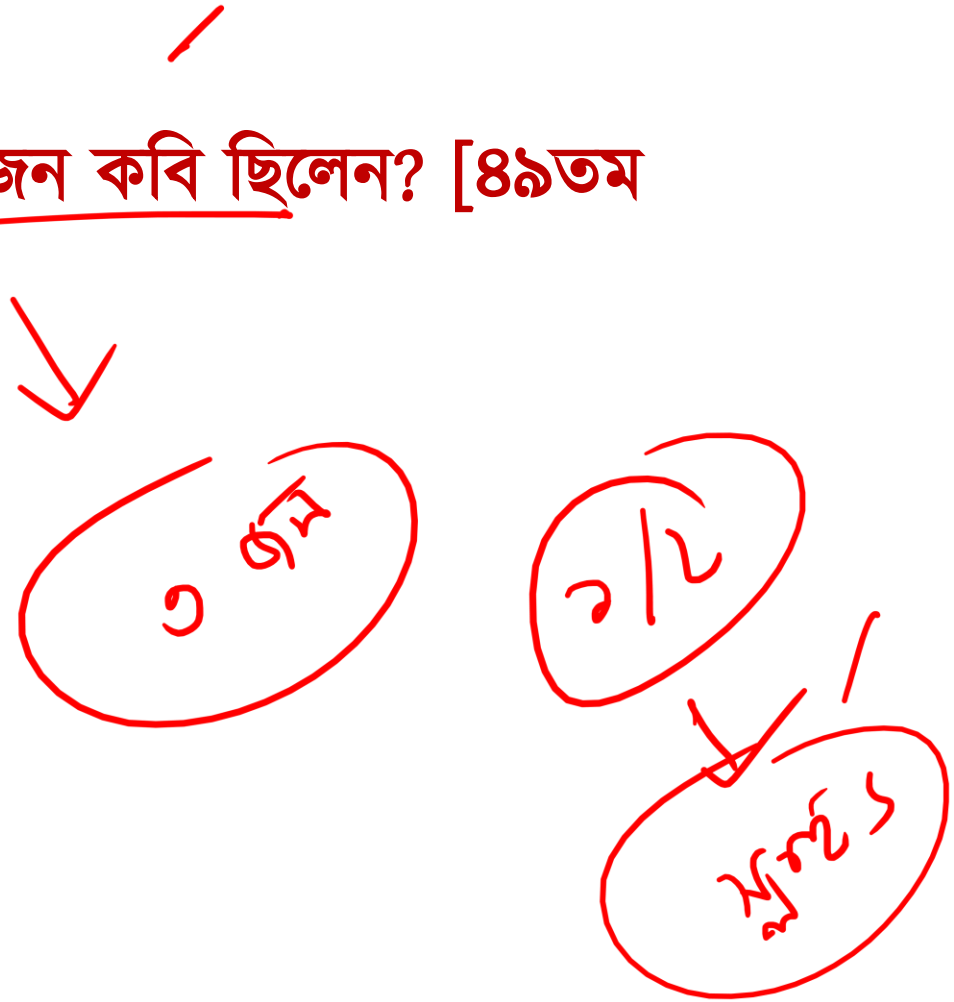

'ইউসুফ-জোলেখা'র কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের জন্ম কোথায়? [৪৮তম বিসিএস]

A. বগুড়া

B. সিলেট

C. নদীয়া

D. চট্টগ্রাম

’শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের অংশ নয় কোনটি? [৪৭তম বিসিএস]

A. নৌকা খণ্ড

B. হার খণ্ড

C. রাধা বিরহ

D. প্রণয় খণ্ড

কোন মঙ্গলকাব্যে ঐতিহাসিক চরিত্র আছে? [৪৭তম বিসিএস]

A. মনসামঙ্গল

B. চণ্ডীমঙ্গল

C. অন্নদামঙ্গল ✓

D. ধর্মমঙ্গল

কোন কাব্যে আলাওল ব্যক্তিগত জীবনের কথা লিখেছেন? [৪৭তম বিসিএস]

A. পদ্মাবতী

B. হপ্তপয়কর

C. সিকান্দরনামা

D. তোহ্‌ফা

বাংলা ভাষার মধ্যযুগ- [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ১৬]

A. ১২০১ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ

B. ৬০০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ

C. ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ

D. ৮০০ থেকে ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ

P2A

শূন্যপুরাণ' এর রচয়িতা- [৪৬তম ও ৩২তম বিসিএস]

A. রামাই পণ্ডিত

B. হলায়ুধ মিশ্র

C. কাহ্নপা

D. কুক্কুরীপা

কোন সময়কে বাংলা সাহিত্যের 'অন্ধকার যুগ' বলা হয়? [৩৪তম বিসিএস]

A. ১২০১-১৩৫০

B. ৬০০-৯৫০

C. ১৩৫১-১৫০০

D. ৬০০-৭৫০

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য' কোথা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল? [৪৪তম বিসিএস]

A. নেপালের রাজদরবার থেকে

B. গোয়ালঘর থেকে

C. পাঠশালা থেকে

D. কান্তজীর মন্দির থেকে

P2A

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা- [২৯তম বিসিএস]

A. চণ্ডীদাস

B. বড়ু চণ্ডীদাস

C. দ্বিজ চণ্ডীদাস

D. দীন চণ্ডীদাস

P2A

'গীতগোবিন্দ' কাব্যের রচয়িতা জয়দেব কার সভাকবি ছিলেন? [৪৫তম বিসিএস]

A. শশাঙ্কদেবের

B. লক্ষ্মণসেনের

C. যশোবর্ধনের

D. হর্ষবর্ধনের

P2A

বিদ্যাপতি মূলত কোন ভাষার কবি ছিলেন? [৪৪তম বিসিএস]

A. মারাঠি

B. হিন্দি

C. মৈথিলি

D. গুজরাটি

বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে কোন ভাষা সম্পর্কিত? [৪০তম বিসিএস]

A. সন্ধ্যাভাষা

B. অধিভাষা

C. ব্রজবুলি

D. সংস্কৃত ভাষা

P2A

বিদ্যাপতি কোন রাজসভার কবি ছিলেন? [৩৮তম/২৮তম বিসিএস]

A. নবদ্বীপের

B. মিথিলার

C. বৃন্দাবনের

D. বর্ধমানের

P2A

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর' কার রচনা? [২৬তম বিসিএস]

A. চন্ডীদাস

B. জ্ঞানদাস

C. বিদ্যাপতি

D. লোচনদাস

পদাবলির প্রথম কবি কে? [২২তম বিসিএস]

A. শ্রীচৈতন্য দেব

B. বিদ্যাপতি

C. জ্ঞানদাস

D. চণ্ডীদাস

P2A

'ব্রজবুলি' বলতে কী বোঝায়? [২১তম বিসিএস]

A. ব্রজধামে কথিত ভাষা

B. এক রকম কৃত্রিম কবিভাষা

C. বাংলা ও হিন্দির যোগফল

D. মৈথিলি ভাষার একটি উপভাষা

P2A

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'- চরণটির রচয়িতা- [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ২২]

A. চণ্ডীদাস

B. মুকুন্দ দাস

C. গোবিন্দ দাস

D. বৃন্দাবন দাস

চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের উপাস্য 'চণ্ডী' কার স্ত্রী? [৪৪তম বিসিএস]

A. জগন্নাথ

B. প্রজাপতি

C. বিষ্ণু

D. শিব

মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম কী? [২৮তম বিসিএস]

A. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

B. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

C. রামরাম বসু

D. শাহ মুহম্মদ সগীর

P2A

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'- এ প্রার্থনাটি করেছে- [২৩তম বিসিএস]

A. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

B. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

C. মদনমোহন তর্কালঙ্কার

D. কামিনী রায়

'মঙ্গলকাব্য' সমূহের বিষয়বস্তু মূলত- [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ০৬]

A. মধ্যযুগের সমাজব্যবস্থার বর্ণনা

B. লোকসংগীত

C. ধর্মবিষয়ক আখ্যান

D. পীর পাঁচালী

জীবনী সাহিত্যের ধারা গড়ে ওঠে কাকে কেন্দ্র করে? [৪১তম বিসিএস]

A. শ্রীচৈতন্যদেব

B. কাহ্নপা

C. বিদ্যাপতি

D. রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

জীবনীকাব্য রচনার জন্য বিখ্যাত? [৪০তম বিসিএস]

A. ফকির গরীবুল্লাহ

B. নরহরি চক্রবর্তী

C. বিপ্রদাস পিপিলাই

D. বৃন্দাবন দাস

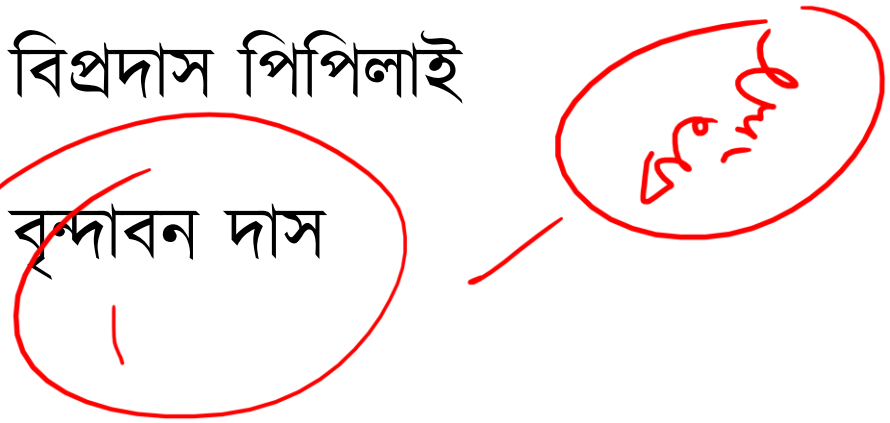

'গোরক্ষ বিজয়' কাব্য কোন ধর্মমতের কাহিনী অবলম্বনে লেখা? [৩৭তম বিসিএস]

A. শৈবধর্ম

B. নাথধর্ম

C. বৌদ্ধ সহজযান

D. কোনটি নয়

'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র লোকপালাসমূহের সংগ্রাহক কে? [৩৭তম বিসিএস]

A. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

B. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

C. চন্দ্রকুমার দে

D. ড. দীনেশচন্দ্র সেন

P2A

'ঠাকুরমার ঝুলি' কী জাতীয় রচনা সংকলন? [৩০তম বিসিএস]

A.রূপকথা

B.ছোটগল্প

C.গ্রাম্যগীতিকা

D.রূপকথা-উপকথা

Ballad কী? [২৬তম বিসিএস]

A.লোকগীতি

B.লোকগাথা

C.গীতিকা

D.গাঁথা

মৈমনসিংহ গীতিকার 'মহুয়া' পালার রচয়িতা কে? [২৬তম বিসিএস]

A.চন্দ্রাবতী

B.দ্বিজ কানাই

C.মনসুর বয়াতি

D.দ্বিজ ঈশান

খনার বচনে প্রাধান্য পেয়েছে- [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ২২]

A.শিল্প

B.কৃষি

C.সাহিত্য

D.বিজ্ঞান

লোকসাহিত্য কাকে বলে? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ১৮]

A.গ্রামের অশিক্ষিতও অখ্যাতলোকদেরসৃষ্ট রচনাকে

B.লোকের মুখে মুখেপ্রচলিতকাহিনি, গান, ছড়া ইত্যাদিকে

C.গ্রামীণ নরনারীর প্রণয়সংবলিত উপাখ্যানকে

D.লোক সাধারণের কল্যাণেদেবতার স্তুতিমূলক রচনাকে

P2A

'হপ্তপয়কর' কার রচনা? [৩৫তম বিসিএস]

A.জৈনুদ্দিন

B.সৈয়দ আলাওল

C.দীনবন্ধু মিত্র

D.অমিয় দেব

'পরাগলী মহাভারত' খ্যাত গ্রন্থের অনুবাদকের নাম কী? [৩১তম বিসিএস]

A.সঞ্জয়

B.কবীন্দ্র পরমেশ্বর

C.শ্রীকর নন্দী

D.কাশীরাম দাস

মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য- [১২তম বিসিএস]

A.পদ্মাবতী

B.চন্দ্রাবতী

C.ইউসুফ জোলেখা

D.লায়লী-মজনু

বাংলা ভাষার প্রথম মুসলমান কবির নাম কী? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ১৬, প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ০৬]

A.শাহ মুহম্মদ সগীর

B.শামসুর রাহমান

C.ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

D.কবি কঙ্ক

'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য লেখেন কে? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ১৩]

A.যশোরাজ খান

B.শাহ মুহম্মদ সগীর

C.মীর মশাররফ হোসেন

D.বিজয় গুপ্ত

আলাওল কোন শতাব্দীর কবি? [৪৬তম বিসিএস]

A.পঞ্চদশ

B.ষোড়শ

C.সপ্তদশ

D.অষ্টাদশ

মহাকবি আলাওল রচিত কাব্য- [৪২তম বিসিএস]

A.চন্দ্রাবতী

B.পদ্মাবতী

C.মধুমালতী

D.লাইলী মজনু

'চন্দ্রাবতী' কী? [৩৮-তম বিসিএস]

A.নাটক

B.কাব্য

C.পদাবলি

D.পালাগান

'তোহফা' কাব্যটি কে রচনা করেন? [৩৬তম বিসিএস]

A.দৌলত কাজী

B.মাগন ঠাকুর

C.সাবিরিদ খান

D.আলাওল

আলাওলের 'তোহফা' কোন ধরনের কাব্য? [৩১তম বিসিএস]

A.আত্মজীবনী

B.প্রণয়কাব্য

C.নীতিকাব্য

D.জঙ্গনামা

এটি একটি ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ, যা ধর্মীয় উপদেশমূলক বিষয়বস্তু নিয়ে গঠিত।

P2A

লৌকিক কাহিনীর প্রথম রচয়িতা কে? [২৭তম বিসিএস]

A.আলাওল

B.কোরেশী মাগন ঠাকুর

C.দৌলত কাজী

D.সৈয়দ সুলতান

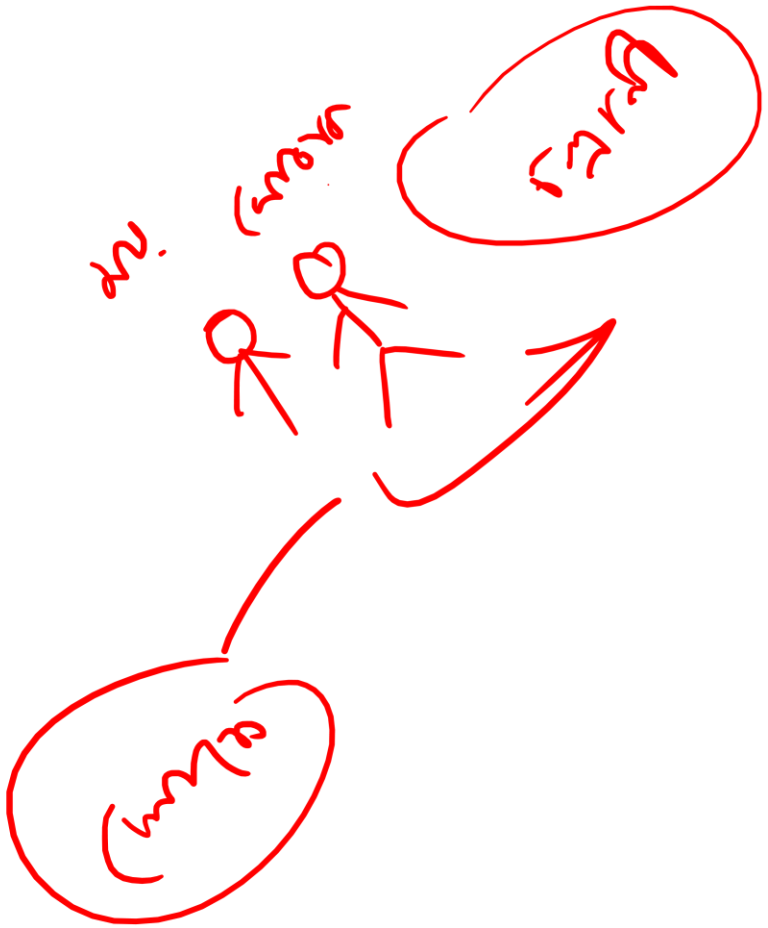

কোন দুজন আরাকান রাজসভার কবি? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক: ১৩]

A.সৈয়দ সুলতান ও মুহম্মদ কবির

B.মহাকবি আলাওল ও দৌলত কাজী

C.কাশীরাম দাস ও মহাকবি আলাওল

D.মহাকবি আলাওল ও সৈয়দ সুলতান

P2A

এন্টনি ফিরিঙ্গি কী জাতীয় সাহিত্যের রচয়িতা? [৩৬তম বিসিএস]

A.কবিগান

B.পুঁথি সাহিত্য

C.নাথ সাহিত্য

D.বৈষ্ণব পদ সাহিত্য

P2A

কবিগানের প্রথম কবি কে? [৩৩তম বিসিএস]

A.গোঁজলা গুই

B.হরু ঠাকুর

C.ভবানী ঘোষ

D.নিতাই বৈরাগী

'বটতলার পুঁথি' বলতে কী বুঝায়? [১২তম বিসিএস]

A.মধ্যযুগীয় কাব্যের হস্তলিপিতে পাণ্ডুলিপি

B.বটতলা নামক স্থানে রচিত কাব্য

C.দোভাষী ভাষায় রচিত পুঁথি সাহিত্য

D.অবিমিশ্র দেশজ বাংলায় রচিত লোকসাহিত্য

P2A

পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক- [১১তম বিসিএস]

A.ভারতচন্দ্র রায়

B.দৌলত কাজী

C.সৈয়দ হামজা

D.আবদুল হাকিম

Thank You

P2A